ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনঃ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ওষুধের উৎপাদন, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি ও আইন পর্যালোচনা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও ক্ষেত্র তুলে ধরা এবং অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নতকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

প্রশ্নঃ গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎসগুলো কী কী ?

উত্তরঃ এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, কেস স্টাডি এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হল- ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা (কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে); ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য; ওষুধ কোম্পানির মালিক ও কর্মকর্তা (রেগুলেটরি); ওষুধ দোকানের মালিক; বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল (বিপিসি), বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (বিএপিআই) ও বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি (বিসিডিএস) এর প্রতিনিধিবৃন্দ; পুলিশ কর্মকর্তা, চিকিৎসক, ওষুধখাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, দাপ্তরিক নথি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমটি মার্চ ২০১৪ - জানুয়ারি ২০১৫ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়।

প্রশ্নঃ এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু ?

উত্তরঃ এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত ৪টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা তথ্যের dependability, transferability, confirmability ও credibility নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল, বাংলাদেশ কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট সমিতি) সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে তাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচণায় এনে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশ্নঃ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তরঃ এ গবেষণায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা কার্যক্রমের শুরুতেই দাপ্তরিক চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত করা হয়। তথ্য সংগ্রহে অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া খসড়া প্রতিবেদনের ফলাফল অধিদপ্তরে প্রেরণ ও উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে তাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যাচাই বাছাই করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি একটি চেকলিস্ট ও গবেষণার খসড়া ফলাফল প্রেরণের মাধ্যমে তাদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্নঃ এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কিনা?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে চলমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্নঃ এই প্রতিবেদন প্রকাশের কারনে ওষুধ খাতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা?

উত্তরঃ ওষুধ খাতে বিগত বছরগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ আমাদের দেশীয় চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে। তাই এ প্রতিবেদনের শুরুতেই ওষুধ খাত নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং এক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, এ খাতে সরকারি নানাবিধ উদ্যোগ, অর্জন এবং সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিছু সমস্যা ও অনিয়ম রয়েছে। সার্বিকভাবে এ খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে নানাবিধ সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়। এ কারণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহায়তার লক্ষেই টিআইবি'র এই গবেষণা। এই প্রতিবেদনের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরেছে। এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওষুধ খাতের ইতিবাচক অর্জন আরো বাড়ানো সম্ভব হবে বলে টিআইবি মনে করে। উপরন্তু ওষুধ প্রশাসনের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্ববাজারে দেশীয় ওষুধের বিপণন আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় টিআইবি'র এই প্রতিবেদনের কারনে ওষুধ খাতে কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক।

প্রশ্নঃ এ গবেষণার আওতায় কেনো শুধুমাত্র ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ? বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র পরিপূর্ণভাবে কেনো তুলে ধরা হয়নি ?

উত্তরঃ পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা এবং কার্যক্ষমতা নিশ্চিতকরণে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশেও ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। আমাদের দেশে ওষুধ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা থাকলেও ওষুধ প্রশাসনের সুশাসনের ওপর কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। উপরন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি জনগুরুত্বপূর্ণ যে খাতগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে থাকে স্বাস্থ্যখাত তার অন্যতম। ওষুধ খাত যেহেতু স্বাস্থ্যখাতেরই একটি অপরিহার্য অংশ তাই ওষুধ খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের জনগুরুত্ব বিবেচনায় টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে। এ গবেষণার পরিধি বিবেচণায় বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের সকল অনিয়ম, দুর্নীতি ও সুশাসনগত সমস্যা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা তথা তদারকির ঘাটতির কারণে ওষুধ কোম্পানিগুলো যেসকল অনিয়ম ও দুর্নীতি করে থাকে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন সব শ্রেণির ওষুধ কোম্পানিকে এ গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কি?

উত্তর: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন পাঁচ শ্রেণির ওষুধ কোম্পানির মধ্যে (অ্যালোপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি ও হারবাল) শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি এ গবেষণার আওতাভুক্ত।

-----সমাপ্ত-----